International Peer Review Journal
ISSN 2321-7340(Print) & E-Journal Virson

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

(The Source of Folk)
E-Journal Virson
Vol.-1: Issue-1: 2022

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

উপজনভুই পাবলিশার্স
মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের হুদুম গান ও শিক্ষা :

একটি অধ্যায়ন

জয়ন্ত কুমার বর্মণ ও সুতপা বর্মণ

১। উত্তরবঙ্গ ২। রাজাবংশী ৩। হুদুম পূজা ও নাচ গান

৪। হুদুম পুজায় শিক্ষা।

ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের খুব কাছাকাছি নদ নদী পাহাড় ও জঙ্গল ঘেরা আটটি জেলা নিয়ে গঠিত অঞ্চল উত্তরবঙ্গ ।

এই অঞ্চলের বৃহত্তম ক্ষত্রিয় জাতি বারাজবংশী / ঐতিহাসিক কামতাপুরী সমাজের লোকায়ত ধারাক্রমে বৃষ্টির দেবতা হুদুম দেও।

বৃষ্টি নামানোর জন্য দেবতার কাছে মানস করে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন প্রান্তরে বাড়িরমহিলারা হুদুমদেও বা হুদুম দেব/দেবতার পুজো দিয়ে থাকেন। সেখানে নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে পুজা সহ নাচ গান এর মাধ্যমে দেবতাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করা হয় ।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা "হুদুম দেও" পূজাপদ্ধতি এবং গান বংশ পরম্পরায় এ পুজার, নাচ ও গানশিক্ষা, যাকে ইংরাজিতে নন ফর্মাল বাওড়াল এডুকেশন বলা যেতে পারে। হুদুম পুজার পর বৃষ্টি হয় সমাজের সর্বত্র।এতে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তারা সকলের জন্যে ভাবে শুধু নিজেদের গুটিকয়েক নৃত্য শিল্পীদের জন্যে নয়। পরোক্ষভাবে হুদুম গান এর মহিলা নৃত্য শিল্পীরা সমাজকল্যাণ মুলক কাজটাই করে এই পুজা বা লোকধারার পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে । সমাজের সকলের জন্যে ভাববার লোকশিক্ষাও তাদের মধ্যে যে রয়েছে তা এখানেই পরিস্কার বোঝা যায়। প্রথাগত শিক্ষা অবশ্য কখনও কখনও এই লোক শিক্ষা বা ধারার অন্তরায় হয়ে পড়ে। যেমন আমরা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পর নিজের উন্নতি সাধনের পর গ্রামীণ পরম্পরাগত এই দেশী রিতি রেওয়াজ গুলো কখনও কখনও অনভ্যাসের কারণে ভুলে যাই । অথবা জেনেও বুঝেও ভুলবার চেষ্টাও

করে থাকি হয়তো বা ব্যাস্ততার জন্য । নবীন প্রজন্মের ওপরেও এই অনীহা বা এড়িয়ে যাওয়ার অভ্যেস এর প্রভাব পরে যা অনস্বীকার্য।

ভুমিকাঃ মানব সভ্যতার পর থেকে মানুষ সভ্যএবং অ-মানুষ বা বন্য প্রাণী বর্বর।এই সূত্রটি চিরন্তন সত্য ধরে নিয়ে মানুষ বিশ্বায়নের এর শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ সভ্যতা শুরুর সময়তেও সভ্যতার আড়ালে আরেকটি বিষয় ছিল যা হল শৃঙ্খল যা মানুষ আজও বয়ে নিয়ে চলেছে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যে একটি শৃঙ্খল রয়েছে যার বাঁধনে সে তার জীবনের খেলা সাঙ্গ করে। কখনও কখনও মানুষ সে সমাজের শৃঙ্খল থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে চায় বা উন্মুক্ত হতে চায় তাকে সন্ন্যাসী বলে, অথবা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতেও কেউ বেরিয়ে আসতে চায় যাকে সমাজবিরোধী বলি আমরা । এবারে এ দুটির ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী হোক বা অসামাজিক মানুষই হোক তারা কি পারে শৃঙ্খল নামক বস্তুটি থেকে মুক্ত হতে? ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অজান্তেই তারাও একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে গেছে, যেমন অসামাজিক মানুষটি যখন কোন কাজ করবেন তখন তিনিও একটি নিয়মের মধ্যেই থাকবেন কারন সেখানেও তাকে একটি অনিয়মের নিয়ম মেনে চলতে হবে, যেমন রাত জাগা, কটু কথা বলা, ভোগবিলাসিতা, অস্ত্র ব্যবহার করা কিংবা লোকালয় থেকে নিজেকে আত্মগোপন করে রাখা এই মুল বিষয়গুলো তাকে মেনে চলতে হয়।আবার সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে তিনি সমাজ থেকে মুক্ত হলেন ঠিকইকিন্তু তার অন্য একটি জীবন শুরু হল যেখানেও একটি শৃঙ্খল রয়েছে। যেটা তার ধরা পরে আচরনে, চেহারায়, পোশাক, ব্যাবহারে এবং পারিপার্শ্বিক আনুসাঙ্গিক বান্ধব সঙ্গ দেখে । কাজেই এই দুটো ক্ষেত্রেই কেউই কি পারলেন সমাজ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে শৃঙ্খল মুক্ত হতে?না পারলেন না । অতএব মানুষ যখন, যেখানে, যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন যতদিন সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে তাকে একটি রীতি-রেওয়াজ, আইন-শৃঙ্খলা, আচার অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, লৌকিক-অলৌকিক, ক্রিয়া গুলোকে অনুসঙ্গ হিসাবে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। হুদুম এমনি একটি শব্দ যে শব্দের আঁধার এই লোকধারা । যা মানুষ কে বেঁচে থাকার মধ্যে, মানুষকে কিছু বলার মধ্যে, মানুষের কিছু আনন্দ উপভোগ করার মধ্যে, শিক্ষা নেবার মধ্যে, প্রয়োজনের মধ্যে, মানুষ কে সামাজিক কাজ কর্মের মধ্যে এবংসবিশেষে মানুষের সুস্থ সমাজের মধ্যেই 'হুদুম' দেখতে পাওয়া যায়। হুদুম উত্তরবঙ্গের জনসমাজে একটি গুরুত্ব পূর্ণ লৌকিক পুজা যা শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারাই

পূজিত হয় এবং পরম্পরাগত রীতি অনুযায়ী নৃত্য এবং গীত এর প্রয়োগ হয়। তবে এখানে নায়ক কিন্তু পুরুষ। তিনি দেবতারূপে অধিষ্ঠিত ।

উত্তরবঙ্গঃব্রিটিশ শাসনকাল থেকেই লোকের মুখে মুখে 'উত্তরবঙ্গ' এবং 'দক্ষিণবঙ্গ' কথাটির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে "উত্তরবঙ্গ" বলে কোন স্বতন্ত্র ভূখণ্ড পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের জাতীয় মানচিত্রে না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত সর্বমোট আটটি জেলার সমন্বয় কে উত্তরবঙ্গ বলবার প্রচলন দেখা যায়। যার প্রমান অবশ্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ফলকেও দেখা যায়। সম্ভাব্য উনিশ শতকের গোঁড়ার দিকে রাজনৈতিক ও ব্যাবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশরা "উত্তরবঙ্গ" নামে এক অখণ্ড রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন ভৌগলিক সীমা তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায় । আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ভাগ হবার আগে এই সীমার অন্তর্গত ছিল বাংলাদেশের রাজশাহী , বগুরা, রংপুর, দিনাজপুর, ভারতেরপশ্চিমবঙ্গের আট জেলা, সিকিম রাজ্য ও ভূটান এর কিছু অংশ এবং নিম্ন অসম এর গোয়ালপাড়া অঞ্চল ।

হুদুম শব্দের অর্থঃকারও কারও মতে নগ্ন অর্থে উদম বা উহুম শব্দে' হ'ধ্বনি যুক্ত হয়ে হুদুম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এখন অঞ্চলে দেবতাকে দেও বলা হয়ে থাকে। মূলত'দেব'শব্দটি ধ্বনিত বিবর্তনে' দেও 'রূপ নিয়েছে অন্য অর্থে দেব শব্দের রুপতাত্বিক পরিচয় দেও।" কারও মতে 'হু' অর্থে আগুন । দুম অর্থে দমন করা । চাষের জমিতে সময়কালে বৃষ্টি না হওয়ায় সে জমি শক্ত হয়ে যায় এবং জমি থেকে যে আগুন এর মতন হাওয়া নির্গত হয় তাকে দমন করবার পদ্ধতি হল এই হুদুম পুজা । হুদুমদেও বৃষ্টির দেবতা। কারও কারও মতে নগ্ন অর্থেউদম বা উহুম শব্দে "হ" ধ্বনি যুক্ত হয়ে হুদুম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এতদ অঙ্কলে দেবতাকে 'দেও' বলা হয়ে থাকে। মূলত 'দেব' শব্দটি ধ্বনিগত বিবর্তনে দেও' রূপ নিয়েছে অন্য অর্থে "দেব" শব্দের রূপতাত্ত্বিক পরিচয় দেও"। আবার কারও কারও মতে "হু" শব্দের অর্থ অগ্নি বা ব্রহ্মা এবং দম ধাতুর অর্থ দমন করা অর্থাৎ অগ্নির তেজ জন্য অর্থে ব্রহ্ম অভিশাপে দমন বা প্রশমন করে যে এই অর্থে হুদুমদেও হলেন ব্রহম্মা অভিশাপে করেন যে দেবতা।

হুদুম-দেও বা দেবতাঃ বেদে ও পুরানে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র ৩ জলের দেবতা বরুন।(পুরানের যুগে বৃষ্টির জন্য পূজার প্রচলন ছিল। আজকের দিনে বৃষ্টির জন্য হুদুম-দেও পুজা করা হয়। তাহলে কি ইন্দ্র ও হুদুম একই দেবতা আবার কারও কারও মুখে

শোনা যায় বরুন দেবতাই হুদুম । প্রচলিত লোক-কথা কি বলে? এতদ অঞ্চলে হুদুম-দেও সম্পর্কে প্রচলিত নানা ব্রত রয়েছে।মাথাভাঙ্গার প্রখ্যাত কুশানকার গীদাল খগিনদেব-সিংহ মহাশয় হুদুমেরজন্মকথাকে গানে রূপ দিয়েছেন। তাতে পাওয়া যায় ইন্দ্র বসুমতির সন্তান হলেন হুদুম। দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে বসুমতির সন্তান হলেন হুদুম দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে বসুমতির গর্ভে হুদুমের জন্ম হলে দেবতাগণে ঘৃণাভরে বসুমতি ও তার সন্তানহুদুমকে বিতাড়িত করেন। কোথাও হুদুমের স্থান হয়নি। অবশেষে মর্ত্যের আটিয়া কলার গাছে (বিচাকলা)হুদুমের স্থান করে। এতে ইন্দ্র কষ্ট হয়ে আটিয়া কলা গাছে বান নিক্ষেপ করেন। সেই বানকে হুদুম বেঁধে ফেলে। নিক্ষেপিত বান পুনরায় ইন্দ্রের কাছে না যাওয়াতে তিনি বানের সন্ধানে মর্তলোকে নেমে আসেন এবং পুত্র হুদুমের সঙ্গে বিস্তর লড়াই করেন। পুত্রের শৌর্যবীর্য দেখে পিতা ইন্দ্রতার মান্যতা দেন। তখন থেকেই নরলোকে হুদুম পূজার প্রচলন ঘটে।

হুদুম পুজা কি?

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম সমাজের লোকায়ত ধারাক্রমে বৃষ্টির দেবতা ‘হুদুম দেও’।বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ কোন শনি বা মঙ্গল বার হুদুম দ্যাও এর পূজা করা হয়। খরা ও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে অমাবস্যার অন্ধকার রাতে অচিরে বৃষ্টি নামানোর মানস করে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন

প্রাপ্তরে হুদুমদেও এর পুজা দিয়ে থাকেন। সে রীতি রেখে দিয়েছেন আজও কুচবেহার জেলার শালবাড়ি গ্রামের বিনতা সেন রা । এই প্রাচীন লৌকিক দেবতাকে কল্পনা করা হয়ে থাকেনগ্ন বা বিবস্ত্র / উলঙ্গ রূপে । উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর পূর্ব ভারতের ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর রাজবংশী সম্প্রদায়ের রমনীদের হুদুমদেও ব্রত অনুষ্ঠানে রাজবংশী রমনীরা গভীর রাতে লোকালয়ের বাইরে নগ্ন হয়ে নৃত্যের তালে তালে বৃষ্টির কামনা করে। বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করে।

এ প্রসঙ্গে H.H Risleyজানিয়েছেন – “When a drought has lasted long. The Rajbanshi woman make two images of Hudumdeo from mud or cowdung, and carry them away into fields. There they strip themselves, naked and dance round the image, singing obscene songs, in the belief that this will cause rain to faill." (The trives and caste of Bengal, 1891 No. 1.8.)

হুদুমদেও প্রসঙ্গে WW. Hunter তাঁর Statistical Account of Bengal • (1875 Vol x P-378) এ উল্লেখ করেছেন A Singular relic of old superstition is the worship of the god called Hudumdeo, the women of a village assemble together in some distant and solitary place, no male being allowed to be present at the night, a plantain or a young bamboo is tuck in the ground, and the woman, throwing off their garments, dance round the mystic tree, singing old songs and charms. This rite is more especially performed when there is no rain and the crops are suffering from drought ."

জলই জীবন। জল ছাড়া জমিতে ফসল ফলানো সম্ভব নয়। জল ছাড়া জমির উর্বরতা (Fertility) অসম্ভব। জলের সঙ্গে ফসলের গভীর সম্পর্ক। তাই জল ও ফসল কামনায় এই ব্রত বা রীতি পালন করা হয়।

হুদুমদেও পুজাতে জল কামনায় মুসলিমদের ও অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ পয়া যায় । Dr. K.P. Biswas এর “Folklife and culture of Rangpur (PP.146) এ তিনি লিখেছেন। - "These rites and also observed by a class of muslim woman,

these are taken by some to be a worship of the Rain God 'বরুন দ্যাওতা'। The dolls are images of the rain God and his consort". হুদুমদেওর ব্রত অনুষ্ঠান এখানে সম্প্রীতির প্রতীক। 'জল' আর 'পানি' এখানএকাকার হয়ে উঠেছে উর্বরতার প্রতীক হিসেবে।

প্রখ্যাত সমাজবিদ্ ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর The Rajbansis of North Bengal- এ হুদুমদেও প্রসঙ্গে বলেছেন – - "It is a special puja. When there is protracted draught....they make a small image of the rain god with plantain leaf stuck and instal him on the field. In some places. a plantain tree is planted. Then the women step off their clothes, untie the hair of the head allowing the hair to hang freely on the back. Thus completely under they dance and sing (mostly obscene songs) abusing the rain god... It is general belief that rain invariably falls shortly after the puja is done."

বৃষ্টিকামনায় উত্তরবঙ্গের হুদুমদেও ব্রত অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্বের নানাস্থানের বৃষ্টি বা জল কামনা অনুষ্ঠানের চারিত্রিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জর্জ ফ্রেজার তাঁর বিখ্যাত গোল্ডেন বাও গ্রন্থে বাথোঙ্গা জাতির নারীদের রাত্রে নগ্ন হয়ে বৃষ্টি কামনার জন্য নৃত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বাথোঙ্গাদের বিশ্বাস এতে বৃষ্টির দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি নামান। উত্তরবঙ্গের হুদুমার নৃত্যের সঙ্গে এক সুন্দর মিল লক্ষ করা যায়। অনুরূপভাবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী রমনীরা হুদুমার নৃত্যের তালে তালে ভাঙ্গা টিন ইত্যাদি বাজিয়ে নানা যৌন উত্তেজক কথা ও অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে।

হুদুমপুজারপদ্ধতিঃঅনুষ্ঠানটি৪টিপর্বেবিভক্তঃ

(ক) ১মপর্বঃনামানি – এইপর্বেমাড়েয়ানীমন্ত্রউচ্চারনকরেহুদুমঠাকুরকেমর্তেনামান।

(খ) ২য়পর্বঃবসানি- এইপর্বেঠাকুরকেবসানহয়।

(গ) ৩য়পর্বঃপাড়াঘুরানি- এইপর্বেরমণীরাদলবেঁধেগ্রিহস্তেরবাড়িতেঢোকেন।আরগানগান।

(ঘ) ৪থপর্বভাসানি- পূজাশেষেঠাকুরকেভাসানহয়।

যখনই মাঠে মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো জলাভাবে হলদে বর্ণ ধারণ করতে শুরু করে তখনই উদ্যোগ নেওয়া হয় এই পূজানুষ্ঠানের।রাজবংশি লোকো সমাজে বিশ্বাস, অমাবস্যার রাতে লোকালয় থেকে দূরে নির্জনপ্রান্তরে রমণীরা উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টি ও জলের দেবতা হুদুমকে আন্তরিকতার সহিত আহ্বান করে পুজা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারলে খরাক্লিষ্ট ধরিত্রির বুকে অচিরেই বৃষ্টি নেমে আসবে এবং মা (ভূমি) উৎপাদনে প্রসন্না হয়ে উঠবেন। 'রাজবংশি কৃষক সমাজের মূল খাদ্যশস্য হৈমন্তী ধানের বীজ বা চারা লাগানোর সময় বিশেষ করে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে খরা অনাবৃষ্টি দেখা দিলে অন্ধকার পক্ষের অমাবস্যা তিথিতে মঙ্গলবার কিংবা শনিবারে হুদুমদেও এর পূজা করা হয়ে থাকে।হুদুম পুজার জন্য পঞ্জিকায় নির্দিষ্ট কোন দিন বা তিথি নক্ষত্রের সময়ক্ষন

নেই। অমাবস্যার অন্ধকার রাতই, অন্যথায় শনি কিংবা মঙ্গলবারের রাতেহুদুমপূজার প্রশস্ত সময়।হুদুম পুজাবা হুদুমাব্রত পালনে রাজবংশি জনগোষ্ঠীর সধবা মহিলাদের একমাত্র নিয়মমতো অধিকার। পুরুষ এই পুজায় অংশগ্রহণ তো দূরের কথা পুজাচার দেখতে পর্যন্ত মানা।

পূজার দিনে দশ থেকে পনেরো জন বয়স্কা সধবা মহিলা হুদুম পুজায় ব্যবহিত উপকরণ সামগ্রী নিয়ে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন প্রান্তরে চাষের জমিতে নির্দিষ্ট স্থানে উপনিত হন)এবং পূজার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পরিষ্কার ও সমান করে নিয়ে গোবর ও জল দিয়ে লেপে মাটি দিয়ে স্ত্রী জননেন্দ্রিয় তৈরি করে নেন।তার আগে হুদুম খুঁটি অর্থাৎ একটি আটিয়া কলার (বিচি কলার) গাছ কেটে আনা হয়। এই কলা গাছ কাটার ক্ষেত্রেও কিছু লোকাচার যুক্ত আছে। কলা গাছটি কাটতে পারবে ‘এক কুশিয়া ছাওয়া’ অর্থাৎ একমাত্র সন্তান যার কোন ভাইবোন নেই বা জন্মায়নি। গিদালির মধ্যে এরকম কেউ না থাকলে অন্য কেউ অথবা সেরকম পুরুষ হলেও চলবে। গাছ কাটতে হবে দমবন্ধ করে এক নিশ্বাসে। অবশই তাকে নগ্ন হয়ে এই কাজটি করতে হবে। কলাগাছটিকে মারেয়ানি বিবস্ত্র হয়ে মাটিতে পোতে। একটি কুলায় স্নান করে সেই জল ঢেলে দেয় হুদুম খুঁটিতে। পুরোহিত এখানে মারেয়ানি নিজে।

কলাগাছটিকে বৃষ্টির দেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের কিংবা জলের দেবতা বরুনদেবের প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে। কলা গাছের গোরায় একজোড়া পান-সুপারি ও আমের পঞ্চপল্লব যুক্ত জল পূর্ণ ঘটও বসানো হয়। কলা গাছের সামনে পুজার বেদীতে সাজিয়ে দেওয়া হয় অভিচারিক নৈবেদ্য উপচার সমূহ। সিঁদুর দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয় সব কিছু কে। নারীরা সেই কলা গাছটিতে চারিদিকে ঘুরে নৃত্য করে। পূজার সময়মহিলারাগানগায়এবংউলুধ্বনিদেয়।নৃত্য-গীতের বিষয় অধিবাস থেকে শুরু করে বিবাহ বিরহ-মিলন

হুদুমপুজায়প্রয়োজনীয়উপকরণঃ

দলে সাধারনত সাত জন সধবা মহিলা থাকেন এরা সবাই গিদালি । পুজার সাত দিন আগে এরা গভীর রাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জল মাঙণ ও ভিক্ষা করেন । সংগ্রহ করেন উঠানের ধুলো, আবর্জনা । মারেয়ানি সম্পূর্ণ নগ্ন থাকে, হাতে থাকে একটি ফাটা বাঁশ। এই বাঁশ মাটিতে ঠুকে শব্দ করে বাড়িতে ঢোকেন। বাড়ির পুরুষ সদস্য রা এই শব্দ

শুনেই বাড়ি থেকে দূরে সরে যায়। মুল পুজার সাত দিন আগে এই ব্রত পর্ব সাত দিন ধরে চলে। এইপুজারপ্রয়োজনীয়উপকরণগুলিহল – পান, গুয়া, দুধ, কলাওচুড়া , দই, মধু, ঘি, কলা, বেলপাতা, ধান, দূর্বা, সিন্দুর, বিচন, ভোগা,বারোশস্য,মনুয়া কলা, কলারনেউচপাতা, একটাভাঙাকুলা, ঘণ্টি, একটালম্বালাঠি, প্রদীপ।এছাড়াওমাছধরারবেশকিছুযন্ত্র- জাকই, খলাই, ঝকা।শোলারমূর্তি – হুদুমা , হুদুমানি, জালুয়া, জালুয়ানি,ইন্দ্ররাজ, রানি, লাঙ্গল , জোয়াল। ঝেচু পাখীর ভাসা, সাত ঘাটের জল, পতিতার কেশ, চাইলন।

হুদুম পুজার নাচ গানঃ

দেবতার কৃপা-ভিক্ষা সবই গীত হয়।গানগুলীকামোদ্দীপকঃযেমন-

ক. বিরহিনী নারীর আকুতি :

আরে ওরে নিদরা ম্যাঘ দ্যাখ নজর ঘুরিয়া

ওরে দুই আবানে [বিহনে] নারীর বুক চিরল ফাটিয়া

আরে ওরে নিঠুর ম্যাঘরে

আরে ওরে কুটুর ম্যাঘরে।

আরে ওরে বাউদিয়া যাদের বাড়ি ঘরে মন বসে

না ম্যাঘ আগুনে ভাজিলু

ওরে মোক নারীক ফ্যালেয়া কোন দ্যাশান্তরী হলু

আরে ও নিঠুর ম্যাঘরে

আরে ও কুটুর ম্যাঘরে

খ. কৃপা ভিক্ষা :

হুদুম দ্যাও হুদুম দ্যাও, এক ছলকা পাণি দ্যাও

ছুয়ায় অশুচি আছি নাই পানি

ছুয়াছুতির বারা বানি ধানভানি।

কালা ম্যাঘ, উতলা ম্যাঘ, ম্যাঘ সোদর ভাই

এক ঝাক পানি দ্যাও গাও ধুইবার চাই।

হুদুমআমারকায়হুদুমীআমারকায়

ধওলাঘোড়াতচড়িয়াহুদুমখেউরনামেয়াদেয়

হুদুমহুদুমীরবিয়াতগেলুং

কানেরসোনাদানেতপালুং

আনোরেহুদুমেরমাওচাইলোনবাতি

বারিনেওহুদুমেরশুভরাতি

জাগজাগরেহুদুমআজিকাররাতি

গৃহস্থিয়াকরেপূজাদিয়াধুপচাইলনবাতি

আকাশতেকরপূজাআকাশকারালি

পাতালতেকরপূজাএককাললাগালি AN2102

পার্থনা ঃ-

হুদুম দেও হুদুম দেও আমাক ফুটিক পানি দেও

আমার দেশত নাই পানি জীবন নিয়া টানাটানি

হুদুম হুদুমে কি কাজ করিল রে।

হুদুমের ঘর সাত ভআই কারো খেতত পানি নাই।

আছে পানি গাঙ্গেতে ঢালি দিম জমিনেতে

কাল মেঘ ধওলা মেঘ দেওয়া ঝরি আয়রে

আয় পর্বত ধায়া।

আয় আয়রে হাড়িয়া মেঘ আয় পর্বত ধায়া

কাল মেঘ ধওলা মেঘ আয় সোদর ভাই

এক সিল্কা ঝরি দেও গাও ধুইয়া যাই।

নেউচ পাতায় সাজিয়ে দেওয়া হয় খোলটিয়া মনুয়া কলার থাতি। কলার ছোট ছোট খোলে চিড়া , দই, দুধ, গুড়, চিনিওপ্রজ্জলিতধুপ ,ধুনা ,ফল ও নানা রঙের ফুল । এছাড়া কলা গাছের দুই পাশে সাজিয়ে দেওয়া হয় লাঙ্গল- জোয়াল ও ধানবীচ। পূজারিণীর সামনে একটা বড় খোলে রাখা হয় এক সন্তানের জননীর গা ধোয়া জল যাদিয়ে মন্ত্র উচ্চারন সহকারে হুদুম পুজা হয়ে থাকে। মূল পূজারিণী পুজা করতে থাকেন। তার পিছনে অন্যান্য মহিলারা বিবস্ত্রা হয়ে করজোড়ে হাঁটু গেড়ে বসে পূজার মন্ত্র উচ্চারন করেন।

ঢাকি এক চরিত্রঃ ঢাকি এক নির্বাক এবং দৃষ্টি বন্ধ চরিত্র । যার ঢাক এর আওয়াজ এবং নৃত্যের তালে তালে রমণীরা হুদুম গান ও নৃত্য পরিবেশন করেন । রমণীরা উলঙ্গ হয়া নৃত্য করা সত্বেও পুরুষ ঢাকির প্রয়োজন আছে বলে জানতে পারা যায়। পুরুষ ঢাকি রাতের অন্ধকারে হুদুম পুজার স্থল থেকে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থান করেন এবং হুদুম শিল্পীদের নৃত্যের তালে তালে ঢাক বাজিয়ে পুজা সমাপন করেন । অনুষ্ঠান স্থলে ন্যাম্প বা কুপির বা হ্যারিকেন আলো এতটাই ক্ষীণ থাকে যে পুজা ও নৃত্য স্থল থেকে কয়েক ফুত এর বেশী আলো বাইরে পৌঁছায় না বা বাইরের কারও পক্ষে হুদুম নৃত্য দেখবার অবিকাশ থাকে না । ঢাকি শিল্পীর চোখ উলঙ্গ নৃত্য কালের আগেই বেধে দেওয়া হয় । এবং হুদুম পুজা স্থলে পুরুষ ঢাকি ব্যাতিত অন্য কোন পুরুষের উপস্থিতি অসামাজিক কাজ বলে মানা হয় ।

হুদুম ঠাকুরের বসনি মন্ত্রে পূজারিণী বয়স্কা মহিলা উচ্চারণ করেনঃ

মন্ত্রঃ ১ "আইসো হুদুম ঠাকুর বইসো এইসো

সেবা নেও শুদ্ধনিকাপড়িয়াবেটিছাওয়ার হাতে

মাঙ্গ হইল পাত পত্রংচক্রং বিইসো এই ঠাই

মাঙ্গের আসনে বইসো প্রভু হুদুম গোসাই"।

মন্ত্রঃ ২ " হুদুমাঠাকুরেরচেটটাবাতিথোয়াঠগাটা

হুদুমিঠাকুরেরমাংখান

মাছধোয়াপেইসনখান

হুদুমাঠাকুরেরমাথাটাকানতাইথোয়াঝোপটা

হুদুমিঠাকুরেরপেটটা, চেটথোয়াবিছানাখান"

হুদুম দেও হুদুম দেও

এক চৌল পানি দেও

মাথাটা মুই ঘসোঙ।

মূল পূজা শেষে বিবস্ত্রা মহিলাগন হুদুম দেওয়ের কাছে সু- বৃষ্টি ও সন্তাননের কামনা করেন ।(মূল পুজা শেষ হলে হুদুম ক্রিয়া, হুদুম নাচ,হুদুমগানতথা হুদুম খেলা শুরু হয়। দুজন বিবস্ত্রা মহিলার কাঁধে জোয়াল জুরে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষের অভিনয় করা হয়। এইপুজার প্রথম লোকাচার হিসেবে ব্রতিনীগণ দেহের বস্ত্র খুলে মাথার চুল এলোমেলো করে নেন। এই ভাবে এলোমেলো চুলের বিবস্ত্র রমণীগণ অভীষ্ট দেবতাকে অশ্লীল ভাষায় গাল দিতে দিতে দল বেঁধে ধানের জমি ও গ্রহস্তের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে নৃত্য-গীত পরিবেশন করেন। এই অবস্থায় ব্রতণীগণ কখনও প্রকাশ্য রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যান না। ধান ক্ষেতের আল দিয়ে চলাফেরা করেন। এ বাড়ি ও বাড়ি গিয়ে মাগন তোলেন।ব্রতীগণ কোন বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে বাড়ির পুরুষগণ বাইরে চলে যান এবং সেসময় বাড়িতে কোন আলো জ্বলে না। ব্রতীগণ কোন বাড়িতে প্রবেশের আগেই যে কথাটি বলেন সেটি হল লোকগুলা তোমরা পালাও পালাও। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালতাররচিত " The Rajbanshi of North Bengal" গ্রন্থে মতে "যদি কোন পুরুষ লুকিয়ে বা অন্য

কোন ভাবে এই অনুষ্ঠান দেখার চেষ্টা করেন তবে যেমন একদিকে যেমন পুজার উদ্দেশ্য ব্যথ হবে তেমনি সেই ব্যক্তি কে খুন করা হলেও তা স্বাভাবিক ঘটনা বলে বিবেচিত হবে।

হুদুম পুজা ও নৃত্য গীতের সময় প্রচলিত গানগুলি হলঃ

"হিলহিলাছে কোমরটা মোর

শিরশিরাছে গাও

কোনঠে কোনা গেলে এলা

হুদুম দেখা পাও

পাটানি খান পইড়চে খসিয়া

আউল হইছে মোর খোপটা

হুদুম দেখা দেওগো আসিয়া"

ইন্দ্ররাজাগোসাইরেএকঝাখেজলদে

রক্তপুজুরঝেল্লাধুইয়াসান্ধাংমন্দিরে"

৩।"মেঘ না হয় মেঘের রাশি কুনবা

মেঘে বাজায় বাঁশি

মেঘ না হয় বড়াই তরুন তলে

কুন বা মেঘে ভাষায় জলে

মেঘ না হয় চিকন কালা

মেঘের গোলায় কুলের মালা।"

গান গাইতে গাইতে যখন রমণীরা দল বেঁধে গৃহস্তর বাড়িতে ঢোকেন তখন এরুপ গান হয়ঃপাড়াবেড়ানী

"কালো মিল মিল কালো মিল মিল

আকাশে আইসে ঝড়ি হুদুমা ঠাকুরের

খেলাৎ বেড়াইসে মাঠে

হুদুমা নাছে হুদুমি নাছে

আরো নাছে হুদুমার ভক্তগণ

উল্লাস করিতে বেড়ায় হুদুমা

ঠাকুর আল্লি ভাঙ্গিল দো আল্লি

ভাঙ্গিল আরো ভাঙ্গিল জান।"

বাড়ি ঢোকার সময়ের গান এরুপ গানঃ

"হুদুমা নাচেকে, হুদুমী নাচের

আগ্ দুয়ারে কে

পাছ দুয়ারে কে?

সোনার হুদুমা মোক, বায়ারি মেলায়ে দে।"

গৃহে প্রবেশ করবার পরের গান—

"নাল নাল মোর অসেরে মোর কমলা কমলা রইল মোর ডালে।

তোক্ যে কমলা দেখিয়া আসিনু, ইচ্ছা গন্ধের হাটিয়া ইচ্ছাগঞ্জের হাঁটেরে।

হাত দিয়ে নাগাল না পায় কটা দিয়ে পারং

নাল নাল মোর রসের রে কমলা

কমলা রইল মোর ডালে।”

আকাশে কালোমেঘের ও বিদ্যুতের ঝিলিক দেখেই বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝে রাজবংশী রমনীরা গান বাঁধে।

“হারিয়ে কানাত্ নাগাইসে ম্যাগ

মোর মাং ’ খানের দুরগতি দ্যাখ,

আয় দোয়া পানি, 'মাং' পড়িছে ছানি

' ধুইয়া মুই বাড়ি নাগিয়া যাঙ।”

হালুয়া গানের সুর ধরেঃ

হাতে নিসে বিচন , জলের ঝারি

কাখে নিসে পানহার থালি

যায় বিচন মোর হুদুমা খাবে,

মোর হুদুমা ভাবে , নাঙ্গল আছে পড়ি

জঙ্গাল আছে পড়ি

মোর হুদুমা খাইছে বনের বাগি,

জটি ছিঁড়িয়ে বদল পালেয়া গেলো রে

হাতে নিসে বিচন জলের হাড়ি,

কাখে নিসে বিচন পন্থার থালি

যায় বিচন মোর হালুয়ার খবরে

নাঙ্গল আছে পড়ি,জঙ্গাল আছে পড়ি

মোর হালুয়া খাইসে বনের বাগে”

যখন জলের অভাবে রোয়াগাড়া অসম্ভব , বিচন শুকিয়ে যায় – তাই জলের জন্যে পার্থনা করা হয়-

ইন্দ্ররাজা গোসাইরে

ইন্দ্ররাজা গোসাইরে

ইন্দ্ররাজা গোসাই

বিচনের পাটি মোর বচনোৎ ঘরেছে।

পূজার সমস্ত উপকরণ নিকটবর্তী কোনো জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। পূজার কোনো উপকরণই বাড়িতে রাখার রীতি নেই।

পূজা অনুষ্ঠান শেষে ভাসানী চলার সময়ের গানঃ

“হুদুমা ঠাকুর পুজা তুই খারে খাঁ

আজি হইতে পুজা খায়া স্বর্গে চলিয়া

বাপ কান্দে তোর মাও কান্দে কান্দে ফোল্লার নারী

কৃষি কামাই ভাল হলে তোক পূজিম বছর পড়ে

থাক থাক হুদুমা ঠাকুর ডাংগাত পড়িয়া

আজি হইতে তোমার ভক্ত গেলেক তো ছাড়িয়া

ভক্তের চেছারিতে হুদুমা ঠাকুর না থাকিলে রইয়া

স্বর্গোতে চোলিয়া গেলো আশীর্বাদ দিয়া।”

বরো বছরি হুদুমরে তোর, তেরোয় নাইও পরে কি বারো বছরি হুদম দ্যাও রে।

কি এই না হুদুম আরো বিয়ার আটুস করে, কি বারো বছরি হুদুম দ্যাও রে।

কি বারো বছরি ... এও মাসে এও চান্দে নাই দেওং হুদুমের বিয়াও.....॥

হুদুমের ঘর হইল পঞ্চ ভাই, চল দাদা বিয়াত্ যাই

বিয়াও যায় মোর বামনটারি দিয়া না রে।

বামনের ঘরের গালাত্ নগুন, উমার কইনা বুড়া শগুন

এও মাসে এও চান্দে নাই দেওং হুদুমের বিয়াও রে ।

হুদুমের ঘর হইল পঞ্চ ভাই চল দাদা বিয়াত্ যাই

বিয়াও যায় মোর ঢুলি টারি দিয়া না রে।

ঢুলির ঘর বাজায় ঢোল উমার কইনার গন্ডগোল

এও চান্দে না হইলে ইঁদুমের বিয়াও রে।

হুদুমের ঘর হইল পঞ্চভাই চল দাদা বিয়াত যাই

বিয়াও যায় মোর বৈরাগি টারি দিয়া না রে।

বৈরাগির হইল কপালত্ ফোটা উমার কইনার কমোর মোটা

এও চান্দে না হইল হুকুমের বিয়াও রে ॥

হুকুমের ঘর হইল পঞ্চ ভাই চল দাদা বিয়াত্ যাই

বিয়াও যায় মোর নাউয়া টারি দিয়া রে

নাউয়ার ঘর চোকায় চাম উমারে কইনার বড়য় দাম

এও মাসে এও চান্দে বারো বছরি ..... বিয়াও রে।

দ্যাও রে ॥

হুদামের ঘর হইল পঞ্চ ভাই চল দাদা বিয়াত যাই

বিয়াও যায় মোর টারি দিয়া না রে।

মালির ঘর কাটে শোলা উমার কইনার টিকা তোলা এও

মাসে এও চান্দে..... বিয়াও রে ॥

গানঃ আমি কচুরি লতার মত হেলিব না, অল্প বয়সের হুদুম দ্যাও।

আরে আয় আয় রে কালা ম্যাঘ, আয় পর্বত ধায়য়া

ও মুই মাথা ঘষিয়া রে, আছ না চায়য়া রে ॥

সেন্দুর নিয়া ক্যানে আসিলেন না অল্প বয়সের হুদুম দ্যাও।

আয় আয় রে .....ধায়য়া।

মুই গাও কোনা ঘষিয়া রে আছুৎ না চায়য়া রে।।

ত্যাল নিয়া ক্যানে আসিলেন না, অল্প বয়সের হুদুম দ্যাও।

ও মুই ঠ্যাং ঘষিয়া রে আড়ুৎ না চায়য়া রে ॥

আমি কচুরি লতার মতো হেলিব না, অল্প বয়সের হুদুম দ্যাও।

ও মুই হাতো ঘষিয়া রে আছু না চায়য়া রে ॥

শাখা নিয়া ক্যানে আসিলেন না..... ***

আরে আয় আরে আয়রে ..... পর্বত ধায়য়া

কোমোর ঘষিয়া রে, আছু না চায়য়া রে।।

শাড়ী নিয়া ক্যানে আসিলেন না, অল্প বয়সের হুদুম দ্যাও।

আমি কচুরি লতার .....

পাও ঘষিয়া রে আছুত্ না চায়য়া রে।

আলতা নিয়া ক্যানে আসিলেন না, অল্প বয়সের হুদুম দ্যাও।

আমি কচুরিলতার . হুদুম দ্যাও ।।

গানঃ

কালা ম্যাঘের ডাকাডাকি ধওলা ম্যাঘের ঝারি

ও মোর দোকান তোলো হে ছেরি।

মারেয়ার ঘরের পাচিলাত্ আয়না বসা দীঘি

ও মোর ছেরি।

সেই না দীঘির মুরি মুরি মাগুর মাছের হাড়ি

... ছেরি। মাছের খাচারি মাথাত্ নিয়া চললুং মারেয়ার বাড়ী

ও মোর..... ছেরি।

মারেয়ার বাড়ী যায়া মুই ড্যাকাং মারেয়া দাদাক

ও মোর ..... ছেরি ।।

মায়েরা দাদা বিরিয়া কয় হাটান মাছের হাড়ি ও মোর ... ছেরি।।

আজি মারেয়ার মাইয়া বিরিয়া কয় খোলো মাছের হাড়ি ও মোর ... --- ছেরি।

কানের সোনা বন্দক থুইয়া নেমো মাছের হাড়ি।

ও মোর দোকান তোলো হে ছেরি।

গানঃ হুদুম দ্যাও হুদুম দ্যাও, হাগি আইসচি পানি দেও

আমার দ্যাশত্ নাই পানি হাগা টিকাত বারা বানি

হুদুম দ্যাওয়ের ঘর সাত ভাই, কারোয় চ্যাটোত্ পানি নাই

এক ঝলকা পানি দেও, টিকা ধুইয়া বাড়ী যাই

গানঃ আয়রে হাড়িয়া ম্যাঘ আয় পর্বত ধায়য়া,

হাড়িয়া ম্যাঘক বরিয়া নিলং ধোয়া মাঙ্ দিয়া

কালা ম্যাঘে ধওলা ম্যাঘে দুইটি সোদর ভাই

এক চিলতা জল দ্যাও গোয়া ধুইয়া নেই।

গোয়া ধুইয়া ফ্যালাইলং পানি, চিনা বাড়িত্ হাটু পানি।

হাঁটু পানি ঠেটু হইল, নাও হওয়া গেইল কাইত্

কানের সোনা বান্দি থুইয়া চোদে চাইপর রাইত।

গানঃ জাগোরে জাগোরে হুদুম আজিকার রাতি

গাইরস্থর করে পূজা দিয়া ধূপ চাইলন বাতি।

আকাশেতে করে পূজা আকাশ কামনি,

পাতালেতে করে পূজা এ কালনাগিনী।

আইলো আইলো রে, হুদুম দ্যাশত্ আইল রে,

কালা ম্যাঘে ধওলা ম্যাঘে, ড্যাকেয়া আনো ঝরি

আন্ধার করিয়া দ্যাওয়া আইসে দাবারি

কালা ম্যাঘে দ্যাওয়ার ঝরি আয় রে।

আইলো রে হুদুমের মাও, চাইলন বাতি বরিয়া ন্যাও।

আজি হুদুমের শুভ দিন, কালা বাড়ীত্ পারে নিন্দ।

কালা বাড়ীত্ সুরসুরার, চালনিত্ ধরি গরমড়ায়।

হুদুমের মাও বন্দী হইল জোরে

মারোয়ার তলেরে হুদুম হুদুম রে, হুদুমে কি কাজ করিল রে।

হুদুমের ঘর সাত ভাই, করে আরো হাল কামাই।

হুদুমঘর সাত ভাই, কারো ক্ষেত পানি নাই।

আছে পানি গাঙ্গতে ঢালিয়া দিতে জমিতে

ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধওলা ম্যাথ কালা ম্যাথ ম্যাঘ সোদর ভাই

একচিলকা বানি দ্যাও গোয়া ধুইয়া নেই।

সাতজন হুদুমের ভাই কারয় চ্যাটত্ পানি নাই,

আইসো সগায় নাচন নাচি 'মাঙ ভরেয়া।'

উপরের অনেক গানের কথার মধ্যে তথাকথিত অশ্লীল বেশ কিছু শব্দ রয়েছে। গানের বিষয়ও যৌন-সংক্রান্ত নানা কথা।

এর কারণ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। হুদুম পূজার প্রধান ভিত্তি হল লোক বিশ্বাস যে দেহের উপাচারে হুদুম দেও তুষ্ট হলে অনাবৃষ্টি দূর হবে—বৃষ্টিপাত হবে।

জেমস্ ফ্রেজার তাঁর গোল্ডেন বো গ্রন্থে বলেছেন, 'A similar rain charm is resorted to some parts of India. Naked women drag plough across a field by night, while the men keep carefully out of way, for their presence would break the spell." এই নগ্ননৃত্য অন্যান্য জায়গায় থাকলেও কোচবিহারে একসময় এর প্রচলন এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে বৃষ্টি না হলেই এই 'হুদুম দেও' ব্রত পালন করা হতো। এই ব্রত পালনের পর বৃষ্টি হয়েছে। এরও সত্যতা সম্পর্কে কোন সংশয় নেই।

এই গান গাওয়ার সময় মহিলারা নানা অঙ্গভঙ্গী করে নাচতে থাকে। সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে বৃষ্টি চাওয়া ও ফসল ফলাবার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীমতী জেন হ্যারিসন বলেছেন, "আদিম মানুষ যখন রোদ, হাওয়া বা বৃষ্টি চায় তখন সে দেবালয়ে গিয়ে কোনো অলীক দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়ে না। সে ডাক দেয় নিজের গোষ্ঠীকে এবং রোদের নাচ বা হাওয়ার নাচ কিংবা বৃষ্টির নাচ নাচতে শুরু করে।" নগ্ন হয়ে নৃত্যের প্রথা শুধু উত্তরবঙ্গে নয়, ট্রানসিলভেনিয়া, প্লসকা, টিউটনদের মধ্যেও প্রচলিত।

হুদুম পুজায় শিক্ষাঃবংশপরম্পর গতভাবে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা এই পুজার পদ্ধতি নাচ, গান শিখে আসে, যাকে ইংরাজিতে "ওড়াল এডুকেশন" বলা যেতে পারে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী রমণীগণ কৃষিকর্মের মঙ্গল কামনায় হুদুমদেও এর ব্রত পূজা করে এক সামাজিক, লোকায়ত, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক কর্তব্য পালন করেন। অতএব সামাজিক কর্তব্য করার শিক্ষা, লোকায়ত রীতি রেওয়াজ ধরে রাখাবার শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের মিলিত হওয়া ও সকলে মিলেমিশে থাকবার শিক্ষা, এবং সর্বোপরি নৈতিক দায়িত্ববোধের কথা মাথায় রেখে নৈতিক কর্তব্য করবার শিক্ষা, যেগুলো আমরা প্রথাগত ভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গনে শিখি বা শেখাই। সেটা প্রথাগত শিক্ষা। কিন্তু

গ্রামের সহজ সরল সাবলীল ভাষায় কথা বলা মানুষেরা সকলেই যে প্রথাগত শিক্ষার আলো পেয়েছেন এমনটা নয়। কাজেই তাদের হুদুম পুজার মত এমন রীতি রেওয়াজের মধ্যে থেকে আমরা যে শিক্ষার হদিশ পাই, তা হল পারস্পরিক শিক্ষা । যা একজন সুস্থ সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

শিক্ষা কখনও কখনও এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় যেমন প্রথাগত শিক্ষার আমরা শিক্ষিত হবার পর ব্যস্ততা বা যে কোন কারনেই হোক পরম্পরাগত এই

রীতি-রেওয়াজ গুলো ভুলে যাই বা জেনে শুনেও আমরা ভুলবার চেষ্টা করি। কখনও কখনও এ পুজার ব্রততে বাধাও দানও করা হয়।

আমরা যারা শিক্ষিত বুদ্ধিজীরা শিক্ষা নিই। কি করে প্রথাগতভাবে শিক্ষা না নেওয়া মানুষেরা পুজার এ পদ্ধতিটি মনে রাখে এবং তারা রীতি রেওয়াজ ও লোককৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন বাধা নিষেধ অতিক্রম করে পূজা করেন। ক্ষেতে ফসল ফলে, যা আর আমরা তা কিনে ও খেয়ে বেঁচে থাকি। তাই এদের এই পারস্পরিক রীতি যা সমাজের কল্যানের জন্যই অনুষ্ঠিত তাকে সকলে মিলে রক্ষা করা উচিত বলে আমারা যে শিক্ষা নিই, এখানেও শিক্ষার ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

আমরা বন্য থাকব না। বন-জঙ্গল বনের প্রাণী নিধন করব না, ধনকেও ছাড়ব না। শহরে আলোয় বড় হব, কিন্তু বনের সবুজায়ন আমাকে শিক্ষা দেবে, পুষ্টি দেবে বা আমার গবেষণার ও কাজের আধার হবে। আধুনিকতার ছোঁয়া আমাদের বহিরাঙ্গের রঙ পরিবর্তন করে। কিন্তু অন্তরে প্রেম ভালবাসা বা আচার আচরন, পূজাপার্বণ, রীতি-রেওয়াজের এর শ্রদ্ধার রঙ্গে আবৃত থাকব। প্রথাগত শিক্ষা আমার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাবে। কিন্তু আমার ইতিহাস জন্মবৃত্তান্ত, জন্মসূত্র এগুলির উত্তর দেবে মুখে মুখে চলে আসা শিক্ষা

আজ বিশ্বায়নের যুগে সমস্ত কিছু হাতের মুঠোয় চলে এসেছে, ঘরে বসে আজ গোটা দুনিয়া কে দেখতে পাচ্ছি, পরিবর্তনে চলছে নতুন নতুন আবিষ্কার, রিমোট দিয়ে যেন মানুষও আজ নিয়ন্ত্রিত, নতুন দৃষ্টি আমাদের কে যেন এগিয়ে নিয়ে চলছে আবার মুখে দিয়ে পেছেনে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিকেও জীবন থেকে প্রায় নিভে যেতে চলেছে

শ্রদ্ধা, ভক্তি, আচার-অনুষ্ঠান, পুজা-পার্বণ ইত্যাদি ইত্যাদি। মানব শরীরে রক্ত যেমন প্রবাহিত হয়ে চলছে তেমনি সংস্কৃতিও মানব জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সংস্কৃতি কে বাঁচিয়ে রাখা বিশাল বড় দায়িত্ব নতুন নতুন প্রজন্মতে সংস্কৃতি কে আগলে রাখে তার জন্য সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি করানো আমাদেরই কর্তব্য ও একমাত্র প্রয়াস। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতি কে বাঁচানো আমাদেরই একমাত্র প্রয়াস। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতি কে বাঁচানো আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

শব্দ অর্থঃ

হিলহিলাছে – অস্থির হওয়া, শিরশিরাছে- শির শির , গাও – শরীর, দেও- দেবতা, দ্যাশত- দেশ, চেটত- পুরুষ জননাঙ্গ , দেওয়া – আকাশ, দ্যাহা – শরীর